প্রসংগঃ বাংলা আইডল ইন অষ্ট্রেলিয়া

এ, কে,এম, ফারুক

গত বছরের ক্লোজআপ ১ এর উত্তেজনার রেশ শেষ হতে না হতেই চমকে দেবার মত চোখে পড়ল ওয়েবসাইটে বাংলা আইডল ইন অষ্ট্রেলিয়ার শিরোনাম। সিডনীর কয়েকজন বিশিষ্ট সংস্কৃতিকর্মী একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছেন। অষ্ট্রেলিয়ান আইডল, ইউ, এস, এ আইডল, ক্লোজআপ ১ ইত্যাদির আদলে খুব শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হতে যাচেছ বাংলা আইডল ইন অষ্ট্রেলিয়া। ওয়েবসাইটে প্রচারিত এই অনুষ্ঠানের পোষ্টার ও প্রচার-সংগীত থেকেই বোঝা যায় যে উদ্যোগতারা যথেষ্ট সংগঠিত এবং বেশ আটোসাটো ভাবেই মাঠে নেমেছেন। জানা গেছে, ইতোমধ্যেই প্রচুর সাড়া পেয়েছেন তারা। যেমনটি দেখা গেছে, ক্লোজআপ ১ এর মধ্য দিয়ে আমরা অনেক প্রতিশ্রুতিশীল কণ্ঠশিল্পীকে খুঁজে পেয়েছি। আমার বিশ্বাস, বাংলা আইডল ইন অষ্ট্রেলিয়া ঠিক একই ভাবে প্রবাসে লুকিয়ে থাকা প্রতিভাগুলোকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করবে। এর পাশাপশি বড় পাওনা হচ্ছে, আমরা এদেরকে সংগঠিতভাবে একই মঞ্চে দেখতে পাব। যারা সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত আছেন, তারা এসব প্রতিভার অনেককেই স্থানীয়ভাবে চেনেন। সেই ভরসা থেকেই বলা যায়, যদি এরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে দ্বিধা-দ্বন্দ থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন, তবে হয়ত একটি বিস্ময়কর রত্নভান্ডারের অস্তিত্ব প্রবাসী বাঙালীদের কাছে উম্মোচিত হবে।

প্রশ্ন করেছিলাম আয়োজকদের একজনকে এই আয়োজনের উদ্দেশ্য, প্রত্যাশা ও সাফল্য সম্পর্কে। তিনি জানালেন যে, নতুন প্রজন্মের এবং অপ্রকাশিত প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ কণ্ঠশিল্পীদের উৎসাহিত ও উম্মোচিত করাই এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। প্রত্যাশা প্রসংগে তিনি বললেন যে, এইসব নবীন শিল্পীরা অচীরেই স্বাভাবিক নিয়মে পুরোনোদের ছেড়ে যাওয়া শূন্যস্থানগুলো পুরন করবে। তিনি আরও জানালেন যে, যারা এ পর্যন্ত নাম নিবন্ধন করেছেন তারা বেশীরভাগই ছাত্রছাত্রী। এছাড়া যারা ভাল গান করেন অথচ যথেষ্ট প্রকাশ্য না, অথবা সিডনীতে বা অষ্ট্রেলিয়ায় নতুন এসেছেন তারা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিলে অবশ্যই এই আয়োজন সফল হবে বলে তিনি আশাবাদী।

এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। যারা এর সাথে জড়িত আছেন, তাঁদের মধ্যে সিডনীর অত্যন্ত জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী আতিক হেলাল, অত্যন্ত পরিচিত মুখ ও সরার প্রিয় একুশে বেতারের জনাব মিজানুর রহমান তরুণ, ঐকতানের প্রতিষ্ঠাতা ও কণ্ঠশিল্পী জনাব ইসমাইল হাসান বাদল, জনাব রহমতুল্লাহ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রায়শঃই দেখা যায় কিছু লোক যে কোন ভাল উদ্যোগের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগে যান। দুঃখজনকভাবে এটা তাদের মানসিক দৈন্যতাকেই প্রকাশ করে। তবে আশা করি এক্ষেত্রে সেটা হবে না।

আমরা দেখেছি, যারা এই ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন, তাদের জন্য এটা শ্বাসরুদ্ধকর প্রতিযোগিতা হলেও আমরা যারা দর্শকশ্রোতা, তাদের জন্য এটা খুবই উপভোগ্য ও নির্মল আনন্দের ব্যাপার। প্রবাসজীবনে এইধরনের সুযোগ নিশ্চয়ই অনেকেই হাতছাড়া করতে চাইবেন না। আশা করি সবার সহযোগিতা পেলে এ উদ্যোগ অবশ্যই সফল হবে।